49022 - কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা

প্রশ্ন

আমি জমরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময়সীমা; শুরু ও শেষ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

ঈদের দিন জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময়কাল সক্ষম লোকদের জন্য ঈদের দিন সূর্যোদয় থেকে শুরু হয়। আর দুর্বলদের জন্য এবং নারী ও শিশু যারা মানুষের ভিড় সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য কঙ্কর মারার সময় শেষ রাত থেকে শুরু হয়। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ঈদের রাতে চন্দ্র অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। চন্দ্র অস্ত গেলে তিনি মুযদালিফা হতে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আসতেন এবং জমরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন।

আর কঙ্কর নিক্ষেপ করার শেষ সময় হচ্ছে– ঈদের দিনের সূর্য অস্ত যাওয়া। আর যদি প্রচণ্ড ভিড় থাকার কারণে কিংবা হাজীসাহেব জমরাত থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে তিনি বিলম্বে রাতের বেলা কঙ্কর মারতে পছন্দ করেন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এ বিলম্ব করা যেন ১১ তারিখ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়া পর্যন্ত না পৌঁছে।

পক্ষান্তরে, তাশরিকের দিনগুলো তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে জমরাতগুলোতে কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে– সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়া থেকে শুরু অর্থাৎ মধ্যাহ্নে যখন যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন থেকে রাত পর্যন্ত। যদি ভিড় বা অন্য কোন কারণে কষ্টকর হলে তাহলে রাতের বেলায় ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত কঙ্কর মারা যাবে। ১১, ১২ বা ১৩ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য হেলে পড়ার আগে কঙ্কর মারেননি। আর তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের কার্যাবলী গ্রহণ কর"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পচণ্ড গরমের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কঙ্কর নিক্ষেপ করার আমলটিকে এ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা এবং পূর্বাহ্ণের সময় ঠাণ্ডা ও সহজ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বাহ্ণে নিক্ষেপ না করা প্রমাণ করে যে,

এ সময়ের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর যোহরের নামায আদায় করার আগেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। এটাও প্রমাণ করে যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। তা না হলে সূর্য হেলে পড়ার আগে কঙ্কর মারা উত্তম হত; যাতে করে প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায আদায় করা যায়। কেননা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম। মোদ্দাকথা: বহু দলিল প্রমাণ করছে যে, তাশরিকের দিনগুলোতে সূর্য হেলে পড়ার আগে কঙ্কর মারা জায়েয নয়।[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-৫৬০)]

তিনি আরও বলেন:

ঈদের দিন জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপের সময়কাল ১১ তারিখের ফজর উদিত হওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়। আর দুর্বল ও তাদের মত যারা মানুষের ভিড় সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য ঈদের রাতের শেষাংশ থেকে শুরু হয়।

তাশরিকের দিনগুলোতে জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপের সময়কাল অপর দুইটি জমরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের মত সূর্য হেলে পড়া থেকে (যোহরের প্রথম ওয়াক্ত থেকে) শুরু হবে এবং পরের রাত্রির ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে; তবে সর্বশেষ দিন তথা ১৪ তারিখের রাত্রি ছাড়া। কারণ সে রাত্রিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিধান নেই। যেহেতু সূর্যাস্ত যাওয়ার মাধ্যমে তাশরিকের দিন শেষ হয়ে যায়। তদুপরি দিনের বেলায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম। কিন্তু বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এবং হাজীদের একের প্রতি অন্যের ভ্রূক্ষেপ না থাকার কারণে কেউ যদি নিজের জানের আশংকা করে, শারীরিক ক্ষতির ভয় করে কিংবা তীব্র কষ্ট হওয়ার শংকা করে তাহলে সে ব্যক্তি রাতেই কঙ্কর মারতে পারেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। এমনকি এ সকল আশংকা না করলেও রাতে কঙ্কর মারতে কোন অসুবিধা নেই। তবে, উত্তম হচ্ছে- এ মাসয়ালায় সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতের বেলা কঙ্কর নিক্ষেপ না করা।

[ফতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৫৮)]